মানসী

শারমিন রহমান

জীবনের সমীকরণগুলো বড্ড অদ্ভুত! গোলমেলে, নিষ্ঠুর এবং একইসাথে মায়াবীও বটে।কোন সমীকরণের সাথে অন্য সমীকরণের মিল খোঁজা বোকামি। তবুও কেউ কেউ খোঁজে সুখের মাপকাঠিতে। মিল খুঁজে পেতে পেতে শেষটায় এসে যোগ হয় ভিন্ন এক মাত্রা।ধাক্কাটা লাগে তখনই।

যে সুখী সম্পর্কের আলোকরশ্মি চোখে,মুখে রং ছড়ায় তার গভীরে নিগুঢ় কালো অন্ধকারে ছেয়ে থাকা এক আলাদা জগৎ এর সন্ধান পাওয়া যায়না জনমভর।আলোকরশ্মি ছড়াতে ছড়াতে একদিন নিজেরেই গড়া একাকিত্বের অন্ধকার রাজ্যে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে সে।নিজেকে হাতড়িও আর সন্ধান মেলেনা তার।

খাল পাড়ের বড় হিজল গাছটার ছায়া খালের যে অংশের পানিকে আগলে রেখেছে, সেখানে পানির রং স্বচ্ছ। যত্নে তুলে রাখা লাউয়ের ডগার মত সজীব,টলটলে।দূর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা পানির মিষ্টি সুরের মত মায়বী।তবে প্রাণোচ্ছ্বল নয়,বড্ড বেশি চুপচাপ।স্থির আর গভীর।ঠিক যেন খালের ওপাড়ে বুনো জঙ্গলঘেরা দোতলা বাড়িটার মত,শান্ত- গভীর

এই বুনো জঙ্গলঘেরা শান্ত বাড়িটাতে আসতে হলে হলুদরঙা ফুলগুলোকে একপাশে রেখে বাদিকে এগিয়ে যেতে হয়।দোতলা পোড়াবাড়িটার একটি কামরায় হারাধন ঠাকুরের বসবাস। আধভাঙ্গা কাঠের জানালাগুলো চৌধুরীদের বাড়ির ফেলে দেওয়া নাইলনের সুতো দিয়ে বাঁধা। ঝড় বৃষ্টিতে বাঁচার এক উপায়। দুদিন থেকে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। মেহগনির বড় বাগানের মাঝে এই রং হারিয়ে দোতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে অনিচ্ছায়, একটু ফাঁকি দিতে পারলেই ভেঙ্গে পড়বে যে কোন সময়। কালি মন্দিরটার টানে হারান ঠাকুর এ ভাঙ্গা বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে নি।

ছেলে, বৌমার কাছে গেলে কি আর যত্ন করবে না! কিন্তু এই বাড়ি আর কালি মন্দিরের মায়া কাটিয়ে শহরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।বাবার এই পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে ছেলেও খোঁজ নেয়না আর। বট - পাকুড় দুটো গাছ মিলেমিশে একাকার এখানে।বট-পাকুড়ের ছায়ায় জাগ্রত এ কালি মন্দির একসময় জমজমাট ছিল ভক্তদের পদচারণায়। আর ঠাকুর হিসেবে হারাধন ঠাকুরের জয় জয়কার। আজ বটপাকুড়ের মত হারান ঠাকুরও বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে,হারিয়েছে আকর্ষণ!

ঝড়- বৃষ্টি মাথায় করে হারান ঠাকুর দরজা ভিজিয়ে ঘরে ঢুকলো।

: এত দেরি করলে আসতে? আমার একা একা ভালো লাগে? ভয় লাগে এ ভুতুড়ে বাড়িতে।চিন্তাও হয় তো, নাকি?

মানসীর চোখে অভিমান ঝরে পড়ছে।

হারান ঠাকুর হেসে ওঠে, মানসির অভিমান দেখে।

:এই ঝড় জলে তুই জেগে আছিস এখনো? ঘুমাতে পারতি৷

এবার ঘেষে বসে মানসী। হারান ঠাকুর এর মানেটা বোঝে।

: আজও কিন্তু মাছ নাই।মাছ ছাড়াই শুকনো রুটি খেতে হবে।

কথা বলতে বলতে হারান ঠাকুর তালি দেওয়া ছাতার সাথে বাঁধা পুটলিটা খুলে পায়াভাঙ্গা চেয়ারের উপর রেখে দেয়। মানসী তাড়াতাড়ি পোটলা খুলতে গেলে ধমক দেয় হারান ঠাকুর।একটুতো ধৈর্য ধর বাবা।আমাকে ভেজা জামাটা বদলাতে দে।মানসী মাথা নিচু করে অভিমানে দূরে সরে যায়, তার পেটে যে রাজ্যের ক্ষুধা! অভিমান দেখে আবারো হাসি পায় হারান ঠাকুরের।

: অমনি গাল ফুলানো না? তোর কথায় কথায় অভিমান শুধু,কি যে করি তোকে নিয়ে! আমরা একসাথে খাবো বলে বললাম।

মানসীর মুখ থেকে অভিমানের কালো মেঘ দূরে সরে গেল।হারান ঠাকুর ভেজা জামাটা ছেড়ে গামছা গায়ে জড়ালেন। বাড়িতে জামার অভাব হলেও গামছার অভাব হয়না। গামছা অনেকটা পোশাকের অভাব পুরণ করেছে হারান ঠাকুরের। একটা গামছা শরীরের নিম্নাংশে পেঁচিয়ে অন্যটি দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে অস্পষ্ট ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেল হারান ঠাকুর। অস্পষ্ট, ঘোলাটে চোখে কত অভিমান জমা।অপূর্ণতা! সকল ব্যর্থতা আমার,আমি পারিনি সুখ দিতে। মনে মনে নিজেকে দোষ দিতে থাকে হারান ঠাকুর।

শিপ্রার এই ছবিটা কোন এক মহালয়ার দিনে তোলা।কতবছর আগে তা আজ আর হিসেব করে বের করাও হারান ঠাকুরের পক্ষে অসম্ভব। এই রংহীন বাড়িটায় তখনো রং ছিল। ভালোবাসার রঙে আরো বেশি রঙিন ছিল এ পরিবার, এই সংসার।২ ছেলে মেয়ে আর শিপ্রার হাসি,গল্প, অভিমান আর অনুযোগে মুখরিত বাড়ির প্রতিটি দেয়াল । প্রাণ ভরপুর ছিল এই বাড়ি। এ সময়টাতে তালের বড়ার প্রস্তুতি চলতো বাইরের উঠোনে।নিকোনে নতুন উনুনে শিপ্রা তখন খোলা চুলে বসে পড়তো সাদা রঙের আল্পনা আঁকতে। টুপটাপ শিউলি ঝরে শুরু করতো উনুনের চারপাশে। শিপ্রার করা আল্পনা আর শিউলি ফুল মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। তিনটে উনুন একবারে জ্বলে উঠতো পিঠে তৈরির দিনে। কার্তিকের মা ছিল এ বাড়ির নুন-ডাল- ভাত।প্রতিবেশিরা সকলে শিপ্রাকে ভালোবাসতো।কার্তিকের মা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে শিপ্রার মনের কথা সব বলার নির্ভরশীল জায়গা ছিল ছোট মৌলভীর বউ। দুজনে একপ্রাণ যেন। কি যে সে মিল,চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। শিপ্রার শাখা সিঁদুর না থাকলে দুই বোন বলে ভুল করতো সকলে। একরকম শাড়ি করিয়ে নিয়েছে কতবার। ছোট মৌলভীও বড্ড ভালো মানুষ ছিলেন। সকল মানুষ তার ভালো আচরণের জন্য সম্মান করতো। তাদের দুই সখির কাজ কমিয়ে দিতে কার্তিকের মার জুড়ি নেই। তবে শিপ্রাকে একটু বেশিই ভালোবাসতো সেটা স্পষ্ট হতো নানান কাজে। তার এক মেয়ে ছিল শিপ্রার বয়সী। যুদ্ধের সময় কাজলা নদীর পাড় ঘেষে নিরালীতে যে ক্যাম্প করা হয়েছিল সেখানে তার মেয়েকে তুলে দিয়েছিল এলাকার শান্তি কমিটির কিছু মানুষ। মেয়েটিকে আর ফিরে পায়নি, লাশটাও না। নিরালীর সকলে যখন ভারতের দিকে রওনা দেয় তখন হারান ঠাকুর আর শিপ্রার সাথে কার্তিকের মা ও থেকে যায়। মেয়েকে রেখে সে যেতে চায়নি নিরাপদ স্থানে। মেয়েকে হারিয়ে কার্তিকের মা শিপ্রার মাঝে যেন খুঁজে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে চন্দনাকে।

আহা চন্দনা! আহা যুদ্ধের সে সকল রুদ্ধশ্বাস দিনগুলো! এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতি। আজকাল যে কোন বিষয় দিয়ে শুরু হোক না কেন স্মৃতি গিয়ে কড়া নাড়ে সেই বিভীষিকাময় ১৯৭১ এ। বড্ড বিরক্ত লাগে, মনে করতে চায়না কিছুতেই তবুও...

হারান ঠাকুর ছেলে মেয়ে ভাই বোন মা কে ওপারে পাঠাতে পারলেও এই দেশ,এই জন্মভিটা রেখে যেতে পারেনি হারান ঠাকুর।সেই থেকে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে ছেলেমেয়ের মধ্যে। কাছে থাকলে তো মায়া জন্মে। মায়া তৈরি হওয়ার সুযোগতো সেই দেয়নি।দোষটা তার ই, ছেলেমেয়ের নয়

এখানেই মরতে চায় সে। এই জন্মভিটার মায়া কাটাতে পারেনি আজ ও সে। অথচ মৃত্যু যেন সোনার হরিণ।যে দেশের মায়ায় সন্তান,আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছে সে দেশ আজ তার নয়,এ কথা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর থেকেই মৃত্যুর প্রতিক্ষায় থাকে হারান ঠাকুর। অথচ মৃত্যু ও তাকে ভুলে গেছে আপনজনদের মত।

মাননসীর চিৎকারে হারান ঠাকুর বেরিয়ে আসে স্মৃতি থেকে।

: বড্ড পেটুকরে তুই,একটুও ধৈর্য ধরতে পারিস না?

মানসীকে কপট রাগ দেখাতে দেখাতে পুরনো ঘড়িটার দিকে তাকায় হারান ঠাকুর। তবে ঘড়িটা এখনো ব্যাটারি বদলালে চলছে, এটা এক বিস্ময় তার কাছে। এভাবে ছবির সামনে ১ ঘন্টা কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে সে। আপনমনে হেসে ওঠে , এই হাসিতে যে ব্যথা লুকানো তা কি ছবি হয়ে যাওয়া মানুষটা বুঝতে পারে? না বুঝতে পারাই ভালো। না হলে শিপ্রা আমার এত সুখ দেখে হিংসে করতো।মনে মনে প্রমোদ গুনে সে। মানসীকে কাছে ডেকে আদর করে।

: চল বাবা আর রাগ করিস না প্লেট নিয়ে আসি,এখনি খেতে দেবো।বড্ড কষ্ট দিয়েছি তোকে।তুই আমাকে আরো আগে ডাকতে পারতি।

মানসীকে শুকনো রুটি আর কিছুটা গুড় দিলে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে হারান ঠাকুরের দিকে।

: খা না বাবা আজকের মত।কাল মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেতে দেবো৷ তুই তো জানিস আমার অম্বল! বয়স হয়েছে, রাতের বেলায় ভাত খেলে অসুবিধে হয় যে।তাইতো রুটি আনলাম।

মানসী মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে নেয়।

মানসীর পাতে কাল যে করেই হোক এক টুকরো মাছ দিতেই হবে। বড্ড অভাবের সংসার। একমাস থেকে মানসীকে মাছের কথা বলছে হারান ঠাকুর। মানসীর চোখের দিকে তাকাতে পারেনা এসব কথা মনে পরলে। আত্মীয়হীন,বন্ধুহীন এই জগৎ সংসারে মানসী তার একমাত্র আপনজন।দুটো কথা কইবার একমাত্র জায়গা।

পুরনো বট পাকুড়ের ছায়ায় যে কালিমন্দির তারই একটু সামনের দিকে যেখানে কাজলা বয়ে চলেছে পরম মমতায়,সেখানে এই দুটি প্রাণীর অন্য কোন আপনজন নাই। এই দুটি প্রাণী একে অন্যের ব্যথায় সমব্যথী।নিজের খাবারের চেয়ে মানসীর কষ্টে বুকটা ফেটে আসে হারান ঠাকুরের। কি ই বা করতে পারে সে।হাঁটুর ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। নড়তেই কষ্ট হয় হারান ঠাকুরের। আজকাল এই বট পাকুড়ের কাছে মানত বা কালিমন্দিরে লোকজন একেবারেই আসেনা। ভাঙ্গাচুরা মন্দিরের প্রতিমাও পুরনো হয়ে গেছে হারান ঠাকুরের মত। এদের কেউ চায়না। সকল জায়গায় নতুনের জয়জয়কার। পুরনো জিনিস শুধু জঞ্জাল বাড়ায়,কাজে আসেনা। সব জীবনেরই একসময় ভাটা পড়ে, ফুরিয়ে আসে দিন।পুরনো এই বট পাকুড় আর হারান ঠাকুট যেন তারই মূর্ত প্রতিক।

ভোর হতেই বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে কোচরে কিছু খুচরো পয়সা গুজে লাঠিতে ভর দিয়ে ছাতা মাথায় বাজারের দিকে রওনা দেয় হারান ঠাকুর। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছেই। বাজারে গিয়ে দেখলো এক এক করে জেলেরা আসতে শুরু করেছে মাছ নিয়ে। সবজি বসেছে কয়েকটা দোকানে।এলাকার ছোট ছেলেরা বাড়ির গাছের আমড়া, কদবেল, কামরাঙা নিয়ে বসে আছে। ধনে পাতার ঘ্রাণে ভরে আছে বাজার। বেশ ভালো লাগছে হারান ঠাকুরের। মাছ আসছে। কাজলার মাছ সব নয়। এখন শুধু কাজলার উপর নির্ভর করেনা জেলেরা। রাত বাকি থাকতে তারা ট্রলারে চেপে মাছের আড়তে গিয়ে মাছ নিয়ে আসে এই বাজারে। তাই একটু দেরিতে বসে এই নিরালী বাজার।

হারান ঠাকুর দু তিন জনকে চিনতে পারে।ওদের বাপ দাদার সময়ে হারান ঠাকুরের বেশ নাম ডাক ছিল।তাকে ছাড়া হতোনা কোন পুজো। একটু একটু করে হারান ঠাকুর এগিয়ে যায় ওদের দিকে কাঁপা পায়ে।কোমরে গুঁজে রাখা শেষ সম্বল এই খুচরো পয়সাগুলো বের করে দেয় জেলের হাতে। খুব অসহায় স্বরে বলে, " যেমন ই হোক একটা মাছ দাও। আমার মানসীটার মুখে একটু মাছ তুলে দেই। নবীন আর গোবিন্দ জেলের ছেলেরা হারান ঠাকুরের মুখে এমন কথা শুনে বিরক্ত হয়।

: পুরান পাগলে ভাত পায়না নতুন পাগলের আমদানী। বড় বড় রুই, কাতলা দেইখা আর সহ্য হয়নাই তাইনা ঠাকুর মশাই? এসব আর চলবেনা, এই খুচরো পয়সা গোনার সময় নেই আমার। এই দিয়ে তো পুঁটি মাছ ও পাওয়া যায়না। ঝামেলা কইরেন না তো, যান এহান থেইকা।

হারান ঠাকুরের পুরনো ছাতাটায় বৃষ্টি মানছে না। বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঝড় শুরু হলো বোধহয়। মাছ বাজারের এক কোনে ছাপড়া দওয়া খোলা ঘরটাতে সারিবদ্ধ ধারালো বটিগুলো থেকে আলো ছড়াচ্ছে। কত কত সংসারের হাসি আর রান্নাঘরের গল্প তৈরি হচ্ছে এখানে।বড় বড় রুই, কাতল,পাঙ্গাস,বোয়াল কাটা পড়ে চোখের নিমিষেই। হারান ঠাকুর তাকিয়ে আছে সেদিকে। কি বলবে মানসীকে আজ? কীভাবে তাকাবে ওর চোখে চোখ রেখে।বড় বড় মাছগুলো হারান ঠাকুরের চোখের সামনে ছোট ছোট টুকরোতে পরিনত হচ্ছে । কত সন্তান,স্ত্রীর চাওয়া পুরন হচ্ছে হাতে হাতে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন বৃষ্টির মধ্যে জেঠা? বড় রুই মাছের চার পাঁচ টুকরো ব্যগে চালান দিয়ে পরম যত্নে কথাগুলো বলছিল একজন। হারান ঠাকুর তাকে চিনতে পারে না। খুচরো পয়সাগুলো ছেলেটার হাতে দিতে গেলে জিভ কেটে দূরে সরে যায় সে। পয়সাগুলো তার কোচরে গুঁজে দিয়ে বলে, " পয়সা লাগবেনা জেঠা। ছোট্টবেলা বাবার হাত ধরে কত গিয়েছি আপনার বাড়িতে। জেঠিমার হাতের রান্না খেয়েছি। কত যত্নে আমাদের বয়সী সব ছেলেমেয়েকে খাইয়েছেন জেঠিমা আর আপনি। মনে পড়ে খুব। আমি তো এটুকু আপনার জন্য করতেই পারি। প্লিজ না করবেন না।।

না, আজ হারান ঠাকুর না করবেনা। মানসীর কাছে ছোট হতে পারবেনা সে। ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখে জল ছলছল করে ওঠে। কয়েকফোটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টুপ করে ঝরে পড়ে। বৃষ্টির জলের সাথে তা মিলে একাকার হয়ে যায়। হারান ঠাকুর বাড়ির দিকে এগুতে থাকে । বাড়ির চারপাশে কিছু মিষ্টি আলুশাক হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আজ মাছটা রান্না করে দিবে মামনসীকে। ও আজ অনেকদিন পর ভাত খাবে।মানসীর তৃপ্তিমাখা মুখটা মনে পড়ে নিজের অপরাধবোধ কমে হাল্কা হয়। কিন্তু মাথাটা কেমন ঝাঁকি খেয়ে ওঠে। পায়ের নিচের মাটি কেঁপে ওঠে। হঠাৎ কি হলো তার। সে কি মরে যাচ্ছে? এমন লাগছে কেন? কিছুই বুঝতে পারছেনা। বিকট একটা আওয়াজে কানে তালা লাগে। আচ্ছা, সে মরে গেলে মানসী কি এ বাড়িতে থাকবে? একা হয়ে যাবে যে মানসী!! একা থাকা যে কতোটা যন্ত্রণার সেটা বোঝে হারান ঠাকুর। মানসীর কষ্টের কথা ভেবে তার আরো মাথা ঘুরছে।

না মারা যায়নি হারান ঠাকুর। বাড়ির সামনের মিষ্টি আলু শাক ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনে অনেক লোকজন। পুরনো ফাটল ধরা বাড়িটা বয়সের ভার আর সইতে না পেরে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। দূরের প্রতিবেশীরা হারান ঠাকুরের মারা যাওয়ার আশংকায় ছুটে এসেছিল,কিন্তু আশাহত হয়েই ফিরে যাচ্ছে। " বুড়োর কই মাছের প্রাণ"। কেউ কেউ বলছে, "বুইড়া ১০০ বছর বাঁচবে।"

মানসীর কথা কেউ বলছেনা। হারান ঠাকুরের একমাত্র কথা বলার সাথী মানসী।সেও আজ ছেড়ে চলে গেল তাকে। সেদিকে কারো খেয়াল নেই। সবাই হারান ঠাকুর বেঁচে আছে সেটা নিয়েই কথা বলছে। হারান ঠাকুর মাছের টুকরোসহ ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।কি করবে সে? কি করা উচিত!

তার একমাত্র সাথী,তার সন্তান আজ তাকে ছেড়ে চলে গেল। অথচ লোকগুলো বারবার বলছে, "একটা বিড়াল চাপা পড়ছে,বুইড়ার কিছু হয় নাই।"